শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ কার্যালয়

হরেন মুখার্জী রোড , হাকিমপাড়া

ডাকঘর-শিলিগুড়ি : জেলা-দার্জিলিং

চিঠির নং: ১১০৯/XLII-2/নিয়ম   তারিখ: ০৪.৮.২০১৭

বিজ্ঞপ্তি

উপধারা সমূহের খসড়া, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত আইনে উল্লিখিত প্রদেয় ক্ষমতার বিধি অনুযায়ী সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উপ-বিধি সমূহের খসড়া নির্মাণ করিয়া তাহা প্রকাশ করিল । পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন -১৯৭৩ ধারা নং ২২৩ এবং ২২৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন -১৯৭৩ ধারা নং ১৮১ , নিয়ম ৯০(৪) (জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) আয়ব্যয়ের হিসাব ও রাজস্ব সংক্রান্ত নিয়ম -২০০৩ , ধারা নং-১(ক) এবং উপধারা ১৩৫ পশ্চিমবঙ্গ জিলাপরিষদ আইন -১৯৬৩ ।

(ক) ১৯৮৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (উপধারা প্রচার) আইন অনুসরণ করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের খসড়া উপ-আইন প্রচার করা হল ।

(খ) উক্ত বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ বা প্রস্তাব থাকলে তা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন ০৪.৮.২০১৭ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে জানাতে হবে ।

অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক
শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

চিঠির নং: ১১০৯/১(১৭)/XLII-2/নিয়ম   তারিখ:- ০৪.৮.২০১৭

অনুলিপি:-

(১) সভাধিপতি , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(২) জেলা শাসক , দার্জিলিং
(৩) জেলা শাসক ,দার্জিলিং ও নির্বাহী আধিকারিক , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(৪) অধ্যক্ষ , জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিল , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(৫) সহকারী সভাধিপতি , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(৬) সকল কর্মাধ্যক্ষ , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(৭) সচিব , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(৮) নির্বাহী বাস্তুকার , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ (ডব্লু বি এস আর ডি এ)
(৯) জেলা বাস্তুকার , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(১০) এফ .সি এন্ড সি এ ও , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(১১) করন অধিক্ষক , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(১২) হিসাব রক্ষক , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক
শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

চিঠির নং:- ১১০৯/২(৪৬)/XLII-2/নিয়ম   তারিখ:- ০৪.৮.২০১৭

আপনার দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে দেবার জন্য আপনার জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হল-

(১) অতিরিক্ত জেলা বিচারক , শিলিগুড়ি
(২) ডেপুটি কমিশনার , শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ

ক্রমশ:--------২--------

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

৩, হরেন মুখার্জী রোড, হাকিমপাড়া

ডাকঘরঃ শিলিগুড়ি, জেলাঃ দার্জিলিঙ

উপধারা সমূহের খসড়া

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত আইনে উল্লিখিত প্রদেয় ক্ষমতার বিধি অনুযায়ী সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপ-বিধি সমূহের খসড়া নির্মাণ করিয়া তাহা প্রকাশ করিল ঃ-

অনুসরণকারী ধারা উপধারা সমূহের খসড়া উল্লেখঃ-

ক) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন-১৯৭৩ ধারা নং-২২৩ এবং ২২৪

খ) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন-১৯৭৩ ধারা নং-১৮১, নিয়ম

৯০(৪) (জিলাপরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) আয় ব্যায়ের হিসাব ও রাজস্ব সংক্রান্ত নিয়ম- ২০০৩, ধারা নং-১(ক) এবং উপধারা- ১৩৫ পঃ বঃ জিলা পরিষদ আইন-১৯৬৩

১) পরিবর্তিত উপ-আইন সমূহ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উপ-আইন ২০১৭ হিসাবে পরিচিতি লাভ করিবে/ গণ্য করা হইবে।

২) ইহা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত এলাকায় বলবৎ যোগ্য হইবে।

৩) শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ দ্বারা গঠিত উপ-আইন সমূহ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর কার্যকরী করা হইবে।

১। রাস্তা এবং খেয়াপথের পরিবহন শুল্ক (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত কাচা/পাকা সেতুর উপর নিমির্ত শুল্ক প্রতি বন্ধক(Toll Bar) গুলিতে উল্লিখিত পরিবহন যেমন, Minor লরি, ট্রাক, ট্রাক্টর, ট্রেইলার, ট্রেকার ম্যাটাডোর অথবা ডেলিভারি ভ্যান চলাচলে পঃ বঃ পঞ্চায়েত আইনের ধারা নং ১৮১(১) (ক), ১৯৭৩ অনুযায়ী নিম্নলিখিত হারে শুল্কপ্রদান করিতে হইবে।

ক্রমিক নং	যানবাহনের বর্ননা	আনুপাতিক হার (টাকায়)
১	বানিজ্যিক ভারী পরিবহন ,৩ মেট্রিক টনের উপর	১৫০.০০টাকা/ খেপে, একশত পঞ্চাশ প্রতি খেপে
২	বানিজ্যিক হাল্কা পরিবহন , ১-৩ মেট্রিক টন	১০০ (একশত) টাকা প্রতি খেপে
৩	০১(এক) মেট্রিক টন পর্যন্ত্য পরিবহন তিন চাকার অটো গাড়ী। (ব্যক্তিগত পরিবহন বাদে)	১০.০০ (দশ) টাকা প্রতি খেপে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ কার্যালয়

হরেন মুখার্জী রোড , হাকিমপাড়া

ডাকঘর-শিলিগুড়ি : জেলা-দার্জিলিং

চিঠির নং: ১১০৯/XLII-2/শিমপ   তারিখ: ০৪.৮.২০১৭

বিজ্ঞপ্তি

উপধারা সমূহের খসড়া, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত আইনে উল্লিখিত প্রদেয় ক্ষমতার বিধি অনুযায়ী সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উপ-বিধি সমূহের খসড়া নির্মাণ করিয়া তাহা প্রকাশ করিল । পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন -১৯৭৩ ধারা নং ২২৩ এবং ২২৪ এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন -১৯৭৩ ধারা নং ১৮১ , নিয়ম ৯০(৪) (জিলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) আয়ব্যয়ের হিসাব ও রাজস্ব সংক্রান্ত নিয়ম -২০০৩ , ধারা নং-১(ক) এবং উপধারা ১৩৫ পশ্চিমবঙ্গ জিলাপরিষদ আইন -১৯৬৩ ।

(ক) ১৯৮৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (উপধারা প্রচার) আইন অনুসরণ করে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের খসড়া উপ-আইন প্রচার করা হল ।

(খ) উক্ত বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ বা প্রস্তাব থাকলে তা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন ০৪.৮.২০১৭ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে জানাতে হবে ।

অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক
শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

চিঠির নং: ১১০৯/১(১৭)/XLII-2/শিমপ   তারিখ:- ০৪.৮.২০১৭

অনুলিপি:-

(১) সভাধিপতি , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(২) জেলা শাসক , দার্জিলিং
(৩) জেলা শাসক ,দার্জিলিং ও নির্বাহী আধিকারিক , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(৪) অধ্যক্ষ , জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিল , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(৫) সহকারী সভাধিপতি , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(৬) সকল কর্মাধ্যক্ষ , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(৭) সচিব , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(৮) নির্বাহী বাস্তুকার , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ (ডব্লু বি এস আর ডি এ)
(৯) জেলা বাস্তুকার , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(১০) এফ .সি এন্ড সি এ ও , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(১১) করন অধিক্ষক , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ
(১২) হিসাব রক্ষক , শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক
শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

চিঠির নং:- ১১০৯/২(৪৬)/XLII-2/শিমপ   তারিখ:- ০৪.৮.২০১৭

আপনার দপ্তরের নোটিশ বোর্ডে দেবার জন্য আপনার জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হল-

(১) অতিরিক্ত জেলা বিচারক , শিলিগুড়ি
(২) ডেপুটি কমিশনার , শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ

ক্রমশ:-------২--------

(৩) মহকুমা শাসক , শিলিগুড়ি

(৪) জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক , দার্জিলিং

(৫-৮) সভাপতি , খড়িবাড়ী / নক্সালবাড়ী / ফাঁসিদেওয়া / মাটিগাড়া , পঞ্চায়েত সমিতি

(৯-১২) বি ডি ও, খড়িবাড়ী / নক্সালবাড়ী / ফাঁসিদেওয়া / মাটিগাড়া , ব্লক

(১৩) এস ডি আই সি ও , শিলিগুড়ি

(১৪)অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব- রেজিস্টার , শিলিগুড়ি

(১৫) অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব- রেজিস্টার , বাগডোগরা

(১৬) অফিসার-ইন-চার্জ , প্রধাননগর পুলিশ স্টেশন , প্রধাননগর

(১৭) অফিসার-ইন-চার্জ , মাটিগাড়া পুলিশ স্টেশন , মাটিগাড়া

(১৮) অফিসার-ইন-চার্জ , বাগডোগরা পুলিশ স্টেশন , বাগডোগরা

(১৯) অফিসার-ইন-চার্জ , বিধাননগর পুলিশ স্টেশন , বিধাননগর

(২০) অফিসার-ইন-চার্জ , খড়িবাড়ী পুলিশ স্টেশন , খড়িবাড়ী

(২১) অফিসার-ইন-চার্জ , নক্সালবাড়ী পুলিশ স্টেশন , নক্সালবাড়ী

(২২) অফিসার-ইন-চার্জ , ফাঁসিদেওয়া পুলিশ স্টেশন , ফাঁসিদেওয়া

(২৩-৪৫) সকল প্রধান _____ গ্রাম পঞ্চায়েত

(৪৬) সহজ তথ্য মিত্র কেন্দ্র , শি ম প , আপলোডিং অফিসিয়ালি ওবেয়সাইট , শি, ম প

(৪৭) নোটিশ বোর্ড , শি ম প

অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক
শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ

৩, হরেন মুখার্জী রোড, হাকিমপাড়া

ডাকঘরঃ শিলিগুড়ি, জেলাঃ দার্জিলিঙ

উপধারা সমূহের খসড়া

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত আইনে উল্লিখিত প্রদেয় ক্ষমতার বিধি অনুযায়ী সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপ-বিধি সমূহের খসড়া নির্মাণ করিয়া তাহা প্রকাশ করিল ঃ-

অনুসরণকারী ধারা উপধারা সমূহের খসড়া উল্লেখঃ-

ক) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন-১৯৭৩ ধারা নং-২২৩ এবং ২২৪

খ) পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন-১৯৭৩ ধারা নং-১৮১, নিয়ম

৯০(৪) (জিলাপরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) আয় ব্যয়ের হিসাব ও রাজস্ব সংক্রান্ত নিয়ম- ২০০৩, ধারা নং-১(ক) এবং উপধারা- ১৩৫ পঃ বঃ জিলা পরিষদ আইন-১৯৬৩

১) পরিবর্তিত উপ-আইন সমূহ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের উপ-আইন ২০১৭ হিসাবে পরিচিতি লাভ করিবে/ গণ্য করা হইবে।

২) ইহা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত এলাকায় বলবৎ যোগ্য হইবে।

৩) শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ দ্বারা গঠিত উপ-আইন সমূহ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তের পর কার্য্যকরী করা হইবে।

১। রাস্তা এবং খেয়াপথের পরিবহন শুল্ক (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত কাচা/পাকা সেতুর উপর নিমির্ত শুল্ক প্রতি বন্ধক(Toll Bar) গুলিতে উল্লিখিত পরিবহন যেমন, Minor লরি, ট্রাক, ট্রাক্টর, ট্রেইলার, ট্রেকার ম্যাটাডোর অথবা ডেলিভারি ভ্যান চলাচলে পঃ বঃ পঞ্চায়েত আইনের ধারা নং ১৮১(১) (ক), ১৯৭৩ অনুযায়ী নিম্নলিখিত হারে শুল্কপ্রদান করিতে হইবে।

ক্রমিক নং	যানবাহনের বর্ননা	আনুপাতিক হার (টাকায়)
১	বানিজ্যিক ভারী পরিবহন ,৩ মেট্রিক টনের উপর	১৫০.০০টাকা/ খেপে, একশত পঞ্চাশ প্রতি খেপে
২	বানিজ্যিক হাল্কা পরিবহন , ১-৩ মেট্রিক টন	১০০ (একশত) টাকা প্রতি খেপে
৩	০১(এক) মেট্রিক টন পর্যন্ত্য পরিবহন তিন চাকার অটো গাড়ী। (ব্যক্তিগত পরিবহন বাদে)	১০.০০ (দশ) টাকা প্রতি খেপে।

২। বাংলো বাড়ীর কক্ষের ও সভাকক্ষের প্রতিদিনের ভাড়া (সংক্রান্ত বিধি)ঃ- -

ক্রমিক নং	বর্ননা	প্রতিদিনের ভাড়া
০১	শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কার্যালয়ের চতুর্থতলের সভাকক্ষ	২০০০.০০ টাকা
০২	শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রথম তলের সভাকক্ষ	১৫০০.০০ টাকা
০৩	শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তিন শয্যা বিশিষ্ট শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ	৮০০.০০ টাকা
০৪	দুই শয্যা বিশিষ্ট শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ	৬০০.০০ টাকা
০৫	এক শয্যা বিশিষ্ট সাধারণ কক্ষ	২৫০.০০ টাকা
০৬	অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (VIP) ব্যাক্তিদের জন্য দুই দুই শয্যা বিশিষ্ট শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ	১২০০.০০ টাকা

৩। অন্যান্য সম্পত্তির মাসিক ভাড়া (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

ক্রমিক নং	বর্ননা	মাসিক ভাড়া (টাকায়)
০১	শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অতিথি নিবাসের গৃহতল রেস্তোরাঁ (Canteen)	১৫০০.০০ টাকা
০২	শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কার্যালয়ের সমবায় সমিতির পর্য্যবেক্ষকের কক্ষ -	২৭৪৫.০০ টাকা
০৩	শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত সহজ তথ্য মিত্র কেন্দ্র	১২২০০.০০ টাকা
০৪	শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১৫৪০০.০০টাকা
০৫	জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কার্য্যালয় (দ্বিতলে অবস্থিত)	২২৩০.০০ টাকা
০৬	ত্রিতলে অবস্থিত সর্বশিক্ষা মিশন	১১০০০.০০ টাকা

৪। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের স্থায়ী সম্পত্তির উপর ভাড়া অথবা অনুমতি প্রদান (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

i) দীর্ঘস্থায়ী ভাড়া বা অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ঃ-

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অধীনস্ত এবং পরিচালনাধীন স্থায়ী সম্পত্তি মহকুমা পরিষদের অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শর্তানুসারে ভাড়া অথবা অনুমতি প্রদান করা যাইবে এবং শর্তসাপেক্ষে তাহা পুনঃনবীকরনও করা যাইবে। এ বিষয়ে কোনরূপ বিপত্তি দেখা দিলে মহকুমা পরিষদের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ii) একাধিক ব্যক্তি আবেদন করিলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের জমি ভাড়া/অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে সরাসরি সংযুক্ত জমির মালিককে প্রাধান্য দেওয়া হইবে। সরাসরি সংযুক্ত জমির মালিক তাহা

লইতে অস্বীকার করিলে তাহা তাহার উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইবে ।একাধিক উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে তাহা অনুমোদনের জন্য শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নিজস্ব ক্ষমতা থাকিবে।

iii) কোন অবস্থাতেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ভূমির চারিত্রিক রূপের পরিবর্তন করিতে পারিবে না । ভাড়া গ্রহীতা বা অনুমতি প্রাপ্ত কোন ব্যাক্তি যদি জমির চারিত্রিক বৈশিষ্টের পরিবর্তন ঘটায় তাহা হইলে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ বিধি সম্মত উপায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

iv. ভাড়া অথবা অনুমতি প্রদানের সময় সীমা অতিক্রান্ত হইলে তাহা পুনঃনবিকরনের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিবেচনা সাপেক্ষে ভোক্তা পুনরায় দখলের অনুমতি পেতে পারিবে।

v. কোন ভাড়াটিয়া বা অনুমতি প্রাপক ব্যক্তি শুধু নিজের ব্যবহারের জন্যই ঘর/প্রাংগন পাবেন । ঘর বা প্রাঙ্গন এগুলির কোন অংশই অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে হস্তান্তর করিতে পারিবে না। এইরুপ কোন ঘটনা ঘটিলে মহকুমা পরিষদ উক্ত লিজ বা অনুমতি বাতিল করিয়া মহকুমা তাহা নিজ দখলে রাখিবে অথবা মহকুমা পরিষদের সভায় ধার্য্যকৃত জরিমানা তাহাকে দিতে হইবে।

vi. সম্পর্কযুক্ত কোন ভাড়াটিয়াই তাহার দখলীকৃত স্থান কোন অবস্থাতেই হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকবেনা।

৫) বসবাস,বানিজ্যিক এবং শিল্পসংক্রান্ত অট্টালিকার অনুমোদনের জন্য আনুপাতিক শুল্ক(সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত অনুবিধি/শর্ত/নিয়ম ৭৪/১৯৭৩ অনুযায়ী নতুন অট্টালিকা নির্মানের জন্য (৩০০ বর্গমিটারের অধিক মেঝের এলাকা এবং ৬.৫ থেকে ১৫ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন) দরখাস্ত পঞ্চায়েত সমিতির সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহি আধিকারিকে জমা দিতে হবে। কার্যনির্বাহি আধিকারিক তাহা (নথি সমূহ) মহকুমা পরিষদে প্রযুক্তিগত অনুমোদনের জন্য পাঠাইবেন। প্রেরিত নক্সা/পরিকল্পনা অনুমোদন করবে মহকুমা পরিষদের একটি নক্সা-অনুমোদন কমিটি- যা নিম্নবর্নিত সদস্যদের নিয়ে-

১। সভাধিপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
২। অধ্যক্ষ, জেলা পঞ্চায়েত কাউন্সিল,শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
৩। কর্মাধ্যক্ষ, পুর্ত কার্য পরিবহন স্থায়ী সমিতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
৪। অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
৫। সদস্য/সদস্যা,শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।(প্রস্তাবিত বিল্ডিং প্লান যে এলাকার সেই এলাকার সদস্য/সদস্যা)
৬। সচিব, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
৭। জেলা বাস্তুকার,শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
৮। সহকারি বাস্তুকার।শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ।
৯। স্থপতি,শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ (আমন্ত্রিত সদস্য)

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ নথিপত্রগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া সেগুলি মন্তব্য সহ তারিখ অনুযায়ী একমাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহি আধিকারিকের নিকট ফেরত পাঠাইবে। নকশা/ পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য মহকুমা পরিষদে প্রতি মাসে নক্সা-অনুমোদন কমিটি সভা করিবে। পঞ্চায়েত সমিতি মহকুমা পরিষদ কে আবাসিক/বাণিজ্যিক এবং শিল্প সংক্রান্ত অট্টালিকা নির্মানের অনুমোদনের জন্য নিম্নহারে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে।

ক) বসতবাড়ির প্রতি বর্গফুট মেঝের জন্য -0.৫০ টাকা হারে।
খ) বানিজ্যিক এবং শিল্পসংক্রান্ত মেঝের জন্য প্রতি বর্গফুটে ১.০০টাকা হারে।

অধিকন্তু,মহকুমা পরিষদের উপ-বিধি বলবৎ হওয়ার পূর্বে যদি কেহ পঞ্চায়েত পর্যায়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে অট্টালিকার নির্মানের কাজ শুরু করিয়া থাকেন তবে তাহা বিধি/নিয়ম মাফিক করিয়া লইবার জন্য মহকুমা পরিষদে নক্সা দাখিল করিতে পারিবেন এবং এজন্য তাহাকে উক্ত অট্টালিকার নির্মিত নক্সা সহিত উন্নয়নমূলক শুল্ক অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই একসাথে নিম্নলিখিত হারে প্রদান করিতে হইবে।

১) বসতবাটির অট্টালিকার জন্য প্রতি বর্গমিটারে জরিমানার অর্থ ৩০.০০টাকা।
২) বানিজ্যিক অথবা শিল্পসংক্রান্তঅট্টালিকার জন্য প্রতি বর্গমিটারে জরিমানার অর্থ ৫০.০০টাকা।
৩) এই উপ-বিধি লাঘু হওয়ার পরে যদি কোন নির্মান আকৃতি পরিবর্তিত হয় (মেঝের এলাকার অনুপাত) তবে তাহাকে প্রতি বর্গমিটারের জন্য ৫০০.০০ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হইবে ।
৪) মহকুমা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া কোন বসতবাটী নির্মিত হইলে পরিষদের উপ-আইন অনুযায়ী দরখাস্তকারীকে প্রতি বর্গমিটারের জন্য ২০.০০ টাকা হারে উন্নয়নমূলক শুল্কের সঙ্গে ৩০.০০ টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।

৬. ভূমি অধিগ্রহণ (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

কোন কার্য্য সমাধানের ক্ষেত্রে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ভুমি প্রদানের কোন ইচ্ছুক ব্যক্তির সহিত ফয়সলা পূর্বক চুক্তি করিতে পারিবে এবং যদি তাহা কোন কারনে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত আইনের ১৭৫/১৯৭৩ ধারা বলে তাহা অধিগ্রহণ করিতে পারিবে।

৭. রাস্তা ও জমি ঘেরা অথবা বাধা সৃষ্টি (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

1) কোন ব্যক্তিই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের রাস্তা অথবা জমির অংশ দখল করে কৃষিকাজ করিতে পারিবে না।
2) কোন ব্যক্তিই কোনমতেই মহকুমা পরিষদের রাস্তা অথবা জমির অংশ দখল করিয়া গৃহনির্মান,বেড়া,গর্ত, বাঁধ নির্মান, নালা অথবা অন্য কিছুর দ্বারা বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। নালা এবং সেচের উদ্দেশ্যেও কোন কিছু করা যাবেনা। বিক্রির উদ্দেশ্যেও জমি দখল করে কোন বস্তু বা পদার্থ রাস্তায় ফেলে রাখা চলবে না।

ক) মহকুমা পরিষদের অনুমতি ছাড়া কোনরূপ দখল যেমন যানজট, পথিকের অসুবিধা সৃষ্টি,জলপ্রবাহ রুদ্ধ ইত্যাদি করা যাইবে না।

৮. মহকুমা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত সেতু, পয়োনালী (কালভার্ট) অথবা রাস্তার ক্ষতি সাধন করা (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

1. কোন ব্যক্তিই- (সব ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)
a) সেতু,কালভার্ট,রাস্তা ইত্যাদির ক্ষতি অথবা ধ্বংস পারিবে না। রাস্তার উপর দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে কোন উপ রাস্তা নির্মান করা যাইবে না।
b) সেতু ও কালভার্ট এর নিচে কোনরূপ ঘেরা-বেড়া দ্বারা বাঁধা সৃষ্টি করে মুক্ত জলপ্রবাহ বন্ধ করা যাবে না।
c) সেতু ও কালভার্ট এর কোন প্রান্তেই মৎস শিকারের জাল বিস্তার করা যাইবে না।

৯. রাস্তা নর্দমা ইত্যাদিতে বাঁধা সৃষ্টিকারী , ঝোপ ঝাঁর গাছপালা ছেদন (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

৩) রাস্তায় খাল খুলিয়া জল চলাচল রাখার জন্য যাহার স্বত্ব মূলক অধিকার আছে উক্ত খাল যথাযথ রাখিতে হইবে যাহাতে ঐ পথ জনগণের চলাচল যোগ্য এবং বিপদমুক্ত থাকে।

১৭. রাস্তা, সেতু, কালভার্ট ও খাল নির্মান অথবা সংস্কারের সময়ে গমনাগমন নিষিদ্ধ (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

রাস্তা, সেতু, কালভার্ট ও খাল নির্মান অথবা সংস্কারের সময়ে ব্যক্তি, পশু, যানবাহন ইত্যাদির চলাচল নিষিদ্ধ থাকিবে।

১৮. ছাদ থেকে রাস্তায় বৃষ্টির জল নিষ্কাশন করা (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অনুমতি ব্যাতিরেকে বাড়ীর ছাদ হইতে বৃষ্টির জল পাইপ অথবা অন্য কিছুর দ্বারা রাস্তায় ফেলে চলাচলের সুবিধা ব্যহত করা যাবেনা।

১৯. রাস্তায় নোংরা ফেলা (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

নিষিদ্ধ ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক জল রাস্তায় ফেলা চলবে না।

২০. রাস্তায় পতিত বৃক্ষ অপসারন (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

ব্যক্তিগত মালিকানাধিন কয়ান দণ্ডায়মান বৃক্ষ অথবা ঘরবাড়ী মহকুমা পরিষদের কোন রাস্তায় কোনভাবে পতিত হইলে তাহা মহকুমা পরিষদের দেওয়া বিজ্ঞাপিত সময় সীমার মধ্যে অপসারণ করিতে হইবে।

২১. রাস্তায় পশু চর্মের পরিচর্যা (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

কোন ব্যক্তিই রাস্তায় অথবা রাস্তার পাশে ১৫ ফুট জায়গার মধ্যে পশু চর্মের পরিচর্যা করিতে পারিবে না।

২২. রাস্তায় পশুহত্যা ও মৃতদেহ ইত্যাদি সাফাই (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

কোন ব্যক্তিই রাস্তায় অথবা ইহার পাশে ১৫ ফুট জায়গার মধ্যে পশুদেহ সাফাই অথবা সংগৃহীত পশুর হার ফেলা , পশুচর্মের পরিচর্যা ইত্যাদি করিতে পারিবে না।

২৩. রাস্তায় দগ্ধ দেহ ফেলা (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

কোন ব্যক্তিই রাস্তায় বা ইহার নিকটে দগ্ধ দেহ রাখিতে পারিবে না।

২৪. রাস্তার পার্শ্ববর্তী নর্দমায় , গর্তে অথবা খনন করা স্থানে কোন দ্রব্য ভিজিয়ে রাখা অপরাধ (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

পাটজাত দ্রব্য,বাঁশ ইত্যাদি নর্দমায় , গর্তে অথবা খনন করা স্থানে ভিজিয়ে রাখা অপরাধ বলে গণ্য হইবে।

২৫. রাস্তায় রাখা যানবাহন সম্পর্কে সতর্কতা (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

1. কোন ব্যক্তি তাহার দায়িত্বে থাকা একাধিক যান একই সাথে যেকোন রাস্তার উপরে চলমান অবস্থায় রাখিতে পারিবে না।
2. কোন ব্যক্তি তাহার দায়িত্বে থাকা অথবা নিয়ন্ত্রনে থাকা কোন যান অমনোযোগী অবস্থায় রাস্তায় দাঁড় করাতে পারিবেনা।

3. বোঝাই অথবা খালি করিবার সময় ছাড়া কোন যানবাহনকে রাস্তায় দাঁড় করানো যাবে না।
4. ব্যক্তি সঙ্গ ছাড়া ১২ ফুটের অতিরিক্ত লম্বা বাঁশ, চেরাইতক্তা বা ঐ জাতীয় কোন জিনিষ বোঝাই করিয়া গাড়ি চালানো যাবে না।
5. রাস্তায় যদি কোন গাড়ি খারাপ হ্য,তাহা হইলে চালক ঐ গাড়ী অনতিবিলম্বে রাস্তার এক প্রান্তে দাঁড় করাইবে এবং গাড়ীতে থাকা যন্ত্রপাতি সামগ্রী শীঘ্র অপসারণ করিয়া চলাচল ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখিবে।
6. মহকুমা পরিষদ কতৃক নির্ধারিত সংযোগস্থল ছাড়া রাস্তার উছু-নিচু অথবা ঢালু স্থানে গাড়ী বোঝাই করা অথবা চালানো যাবে না।

২৬. <u>রাস্তায় গৃহপালিত জন্তুর যত্ন (সংক্রান্ত বিধি)</u>ঃ-

i) আরোহী অথবা চালকবিহীন পশুতে টানা কোন গাড়ী রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেনা।
ii) পথচারীদের বিপদ অথবা চলাচলের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে নিয়ন্ত্রনহীন রাস্তায় শুয়ে থাকা এবং বিক্ষিপ্তভাবে চলাফেরা গবাদি পশুদের অনুমতি দেওয়া যাবে না।
iii) ঘাস খাওয়ানোর জন্য কোন গবাদি পশুকে রাস্তায় বেঁধে রাখা চলবে না।

২৭. <u>রাস্তায় চলাচলকারী শিশুদের জন্য সতর্কতা (সংক্রান্ত বিধি)</u>ঃ-

রাস্তায় পাঁচ বৎসরের নীচে শিশুদের বিক্ষিপ্তভাবে চলাফেরা করার ঝুঁকি এবং পথচারীদের বিপত্তি এড়ানোর জন্য অভিভাবকদের সতর্ক করা হইল।

২৮. <u>রাস্তায় বাঁশ বহনকারী গরুর গাড়ী (সংক্রান্ত বিধি)</u>ঃ-

পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন, বিরুক্তি ও ঝুঁকি এড়ানোর জন্য গরুর গাড়ীতে বাঁশ বা ঐ জাতীয় কোন জিনিষ বহন করা যাবে না।

২৯. <u>সেতু এবং কালভার্টের উপর দিয়ে ভারী যান চলাচল (সংক্রান্ত বিধি)</u>ঃ-

i) মহকুমা পরিষদের বিশেষ অনুমতি ছাড়া সেতু এবং কালভার্টের উপর দিয়ে পাঁচ টনের অতিরিক্ত মাল বহনকারী যান চলাচল করিতে পারিবে না।
ii) স্থানীয় জনগণের স্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির শর্তাদি রক্ষা করার জন্য এবং রাস্তার ক্ষতি রক্ষার্থে ভারী যানবাহন চলাচলের গতি সীমিত করতে মহকুমা পরিষদের রাস্তার ধারে বিজ্ঞপ্তি জারীর ক্ষমতা থাকবে।

৩০. <u>গাড়ীর চাকার জন্য নির্মিত বেড়ের পরিধি (সংক্রান্ত বিধি)</u>ঃ-
গরুর গাড়ীর কাঠের চাকায় কমপক্ষে দুই ইঞ্চি পরিধি যুক্ত লোহার বেড় না থাকলে রাস্তায় চলতে অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৩১. <u>রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহনে বাতি (আলো) (সংক্রান্ত বিধি)</u>ঃ-
ঘোড়ার গাড়ী, ঠেলাগাড়ী, মোটরচালিত গাড়ী,বাস,লরি ইত্যাদির ক্ষেত্রে চলাচলের জন্য দুইটি নজরকাড়া বাতি লাগাইতে হবে। অপরপক্ষে দুই চাকার গরুর গাড়ী, সাইকেল এবং রিক্সার ক্ষেত্রে একটি নজরকাড়া বাতি সন্ধ্যাবেলা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত ব্যবহার করিতে হইবে।

৩২. <u>রাস্তায় অথবা জমিতে বিরক্তিকর আবর্জনা নিক্ষেপ ও প্রস্রাব নিষিদ্ধ (সংক্রান্ত বিধি)</u>ঃ-

রাস্তায় অথবা জমিতে যত্রতত্র বিরক্তিকর আবর্জনা নিক্ষেপ ও প্রস্রাব নিষিদ্ধ।

৩৩. বৃক্ষের ক্ষতিসাধন (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

কোন ব্যক্তিই বৃক্ষ ধ্বংস অথবা ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করিতে পারিবে না।

ক) মহকুমা পরিষদ কর্তৃক রাস্তায় লাগানো অথবা অধিনস্থ দন্ডায়মান কোন বৃক্ষ এর ক্ষতি সাধন করা যাইবে না।

খ) বাঁশ অথবা অন্য কিছুর দ্বারা গাছ বাঁচানোর ঘেরা বেড়া নষ্ট করা যাইবে না।

৩৪. রাস্তার গাছে ফল ছেঁড়া অথবা পেড়ে নিয়ে যাওয়া (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

মহকুমা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা খেজুর অথবা তাল গাছের ফল পাড়িতে পারা যাইবেনা।

৩৫. আগুন জ্বালানো (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

মহকুমা পরিষদের অধিকারে থাকা কাঠের সেতুর ১৫ গজের মধ্যে খোলামেলা জায়গায় আগুন জ্বালানো যাবে না।

৩৬. অতিরিক্ত ঝুলন্ত ও বাড়ন্ত গাছপালা (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

কোন ব্যক্তির দখলে থাকা জমির উপর বাঁশ বা ঐ জাতীয় অতি বাড়ন্ত গাছপালা সংরক্ষিত জলাশয় অথবা কুপের জল দূষিত করে তাহা হইলে মহকুমা পরিষদের দায়িত্বশীল বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী তাহা কেটে সরিয়ে ফেলতে হবে।

৩৭. ঢালু স্থান হইতে মৃত্তিকা বা ঘাস অপসারন (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

মহকুমা পরিষদের যথার্থ অনুমতি ছাড়া কোন ঢালু জায়গা অথবা সংরক্ষিত কোন জলাশয়ের নিকটবর্তী স্থান হইতে ঘাসের চাপড়া অথবা মাটি অপসারণ করা যাইবে না।

৩৮. বাঁধের উপরে ,ধারে এবং সংরক্ষিত জলাশয় ও ঝরনার ঢালুস্থানে কৃষিকাজ (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

মহকুমা পরিষদের অনুমোদন ছাড়া, মহকুমা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত সংরক্ষিত জলাশয়,ঝরণা ও বাঁধের উপরে ধারে অথবা কোন ঢালু স্থানে কৃষিকাজ করা যাবে না।

৩৯. সংরক্ষিত কোন জলাশয়, ঝরনা অথবা বাঁধের উপরে ,ধারে ও ঢালু স্থানে নির্মান কাজ (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

মহকুমা পরিষদের অনুমতি ছাড়া, মহকুমা পরিষদের অধীনে থাকা বাঁধ, সংরক্ষিত জলাশয়,ঝরণা অথবা কোন জলের এলাকার উপরে, ধারে অথবা কোন ঢালু স্থানে কুটীর, গৃহ এবং কাঠামো নির্মান করা যাবে না।

৪০. জল সরবরাহের জন্য করের আনুপাতিক হার (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত আইনের ১৮১/১৯৭৩ ধারা বলে মহকুমা পরিষদের এলাকাধীন যে সব স্থানে পানীয় জল ও সেচের জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে সেখানে জল ব্যবহারকারীদের আনুপাতিক হারে শুল্ক দিতে হবে। শুল্কের আনুপাতিক হার মহকুমা পরিষদের সভায় স্থির করা হইবে অথবা নির্দেশিত হইবে।

[illegible] মানুষের ব্যবহৃত জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে যুক্ত/সম্পার্কিত জলাশয় যেমন সংরক্ষিত জলাশয়-ঝরনা-নদীর কোন অংশ, খাল-প্রনালী ইত্যাদিতে কোন বাঁধ নির্মান, খুঁটি পোতা, মাছ মারিবার জাল বিস্তার অথবা ইহার জন্য ব্যবহৃত কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা চলিবে না।

৪২. সংরক্ষিত জলাশয়ে এবং ঝরনায় মাছ শিকার করার (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

অনুমতি ব্যতিরেকে মহকুমা পরিষদের অধীনে থাকা কোন সংরক্ষিত জলাশয়, কুপ অথবা অন্য কোন জলাশয়ের এলাকায় মৎস শিকার বা তাহার প্রচেষ্টা নিষিদ্ধ।

৪৩. স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য বিধান (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

খোলামেলা স্থানে প্রস্রাব করিলে বা আবর্জনা নিক্ষেপ করিলে ২৫০.০০ টাকা ধার্য্য করা হইবে।
সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রশাসনের অধীনস্থ গ্রাম সংসদে থাকা i) গ্রাম্য স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি বিধান প্রকল্প কমিটি এবং ii) নজরদারি কমিটি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের নের্তৃত্বে এই জরিমানা ধার্য্য ও সংগ্রহ করিবে।
একই নিয়মে প্লাস্টিক এবং থার্মোকল ব্যবহারে জরিমানা ধার্য্য করা যাবে।

৪৪. অস্থায়ী বাজার এবং মেলা (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

1) অস্থায়ী বাজার ও মেলার অনুমতিঃ-

কোন জমির মালিক তাহার জমিতে অস্থায়ী বাজার অথবা মেলা বসাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত আইন অনুযায়ী ধারা নং-১৮১(১)(গ)(৩) এবং ১৬২(১৯৭৩)অনুমতির জন্য প্রতিদিন ৫০০ টাকা হিসাবে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে দিতে হবে।

2) অনুমতি প্রদানে শর্তাবলী বাধ্যতামূলক ঃ-

অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যাক্তি অনুমতির শর্তগুলি মানিতে বাধ্য থাকিবে।

৪৫. বিবিধ (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

ক্রমিক নং	বর্ননা
০১	শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ প্রয়োজনে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত বিষয়ের উপর উপ-শুল্ক, খাজনা, ভাড়া ইত্যাদির আনুপাতিক হার বৃদ্ধি বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৪৬. জরিমানা (সংক্রান্ত বিধি)ঃ-

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পঞ্চায়েত আইনের ২২৩(৩)(১)/১৯৭৩ ক আরোপিত ধারার শর্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্য বিধান উপ-আইন ব্যতীত উল্লিখিত উপ-আইন ভঙ্গ করিলে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য ৫০০.০০(পাচ শত) টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হইবে। অবিরত আইন ভঙ্গকারীকে জরিমানার সঙ্গে প্রতিদিনের জন্য আরও ১০০.০০ টাকা হিসেবে ধার্য্য করা হবে। উক্ত আদায়কৃত অর্থ মহকুমা পরিষদে জমা পড়িবে।